Book review - Shramana (madal) by Firoz Akhtar

শ্রমণা

মাদল সংখ্যা ১৪২৬

সম্পাদক

চন্দ্রাণী বসু

প্রচ্ছদ

ধীমান পাল

আলোচক : ফিরোজ আখতার

প্রকাশের দিনই পত্রিকাটি সংগ্রহ করেছিলাম । প্রচ্ছদ দেখেই একটা অদ্ভুত ভালোলাগা কাজ করেছিল। তারপর একেএকে পাতা উল্টোনোর সঙ্গে সঙ্গে ভালোলাগাটা আরও বাড়তে থাকলো। পাতা ও ছাপার মানও বেশ ভালো।

পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। জয়ন্ত সরকারের বেরী উৎসবের কথা, অমিতাভ দাসের ১৩ পার্বণে বাংলা প্রবন্ধ দু'টি দিয়ে শুরু। তারপরই রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। প্রিয় কবি অজিতেশ নাগের কবিতা দিয়ে শুরু। ভালো লেগেছে উজান উপাধ্যায়, জ্যোৎস্না রহমান, অর্কায়ন বসু, তমালী দত্তের কবিতা। নীলম সামন্ত ও শর্মিষ্ঠা ঘোষের কবিতা দু'টিও বেশ অন্যরকম।

এরপর রয়েছে গল্পগুচ্ছ। বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজলীপ্রভা, মৃণাল ঘোষের সোনার আংটি, স্বাতী চ্যাটার্জী ভৌমিকের অপরাধী, মৌমিতা চ্যাটার্জীর আনন্দলোক, রাই মোহিনীর পর্ণমোচী, অনিন্দ্য পালের পিঠতলার মাঠ, বৃষ্টি বসু পালের সূর্যস্নাত, অনিতেন্দু মোদকের ছায়াশরীর, প্রিয়াঞ্জলি দেবনাথের কুমিরদিঘি ও শঙ্কর, তনুশ্রী চন্দ্রর বকুলবেলা, প্রিয়াঙ্কা পোদ্দারের সঞ্চয়, চৈতালি ভৌমিকের অসহায় চাহিদা, মালা ভট্টাচার্য্য'র অ্যাক্সিডেন্ট, সুব্রত বসু'র সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ধীমান পালের পোড়া মাটির গন্ধ প্রতিটি গল্পই একে অপরের সমকক্ষ। মাঝে একটানা গল্পের ক্লান্তি এড়ানোর জন্য রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা।

ড. দয়াময় রায়ের লোকনৃত্যে পুরুলিয়া একটি অসাধারণ প্রবন্ধ। শুভশ্রী সাহা'র আজি এ বসন্তে প্রবন্ধটি একমুঠো রঙ ছিটিয়ে যায় মনেপ্রাণে।

প্রতিসরণ বিভাগে রয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান ছবি। আলোকচিত্রে - রুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ণালী চক্রবর্ত্তী মৈত্র, সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা বিশ্বাস ও অরিন্দম মুখার্জী।

গৃহসজ্জায় বসতবাটি (অর্পিতা বসু), ভ্রমণে অরুণাভ দাসের সবুজ হ্যাভলক ও নীলিমায় নীল, কাকলি দত্ত পালের পরিপাটি, সৌমেন জানার অবহেলিত শশাঙ্কের রাজধানী লেখাগুলি অন্যস্বাদের ও মনকাড়া।

শেষ হয়েছে অনিন্দ্যকেতন গোস্বামীর স্মৃতিকথা 'হ্যাঁ, আমার বাবা মিলিটারি ছিলেন' দিয়ে।

তবে, গল্পের নামগুলো অস্পষ্ট । এ'বিষয়ে প্রিয় সম্পাদিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।